সারমেয় সার

চন্ডী লাহিড়ী

পিলু মিত্তিরের সখ হল এবার তিনিকুকুর পুষবেন। মানুষকে খেতেপরতে দিলে সে অকৃতজ্ঞ হয়। অনেকআদর যত্ন করেও মানুষের মন পাওয়া যায় না। কিন্তু কুকুর কখনও অকৃতজ্ঞ হয় না। উপকারীর উপকার সে কোনওদিন ভে ালে না। ছেলেবেলায় স্কুল পাঠ্য পুস্তকেওকুকুরের কৃতজ্ঞতা ও সাহসিকতার অনেক কাহিনী পড়েছিলেন সে সব এখন একেএকে মনে পড়তে লাগল ।

মন্দ কি? একটা কুকুরের ছানা বাড়িতে ছেলেমেয়েদের খেলার সঙ্গী হবে।পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াবে। একটু বড়হলে রাতে চোর তাড়াবে, দিনে ভিখিরি, চাঁদাওয়ালা, গুণ্ডা-বদমাসকাউকে ত্রি-সীমানায় ঘেঁসতে দেবে না। সারমেয় হল সারবস্তু, আর সবই অসার।

চৌরঙ্গীতে মেট্রো সিনেমার পাশেইফুটপাথে একজন বসেছিল দুটি কুকুর ছানা নিয়ে। পিলু মিত্তিরকে দামী মে াটরগাড়ি থেকে নামতে দেখেই লোকটা উৎসাহিত হয়ে উঠল- দেখুন বাবু, মালটানিজে দেখে পরখ করে নিন।

কুকুরকে মাল বলায় পিলুর রাগহল একটু । কুকুর, যাকে কোলে নেবেন,বিছানায় শোয়াবেন, ভাল-মন্দ খাইয়ে সন্তানস্নেহে যাকে শশীকলার মতবিকশিত করবেন তাকে তেল-নুন-চাল-ডালের মত মাল বলায় আহত বোধকরাটাই তো স্বাভাবিক। যে লোকটা কুকুরটা নিয়ে বসেছিল তারচেহারাটাও তেমন পছন্দসই নয়। নোংরাছেঁড়া জামা, ততোধিক নে াংরা লুঙ্গি, মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি- এহেন লোকেরকুকুর কি কবে স্মার্ট হবে ? হতে পারে না ।

পিলু বাবুকে চলে যেতে দেখেলোকটা দাঁড়িয়ে বলল- সাহেব বাড়ির কুকুর বাবু—এই দেখুন। কুকুরের লেজটা এমন ভাবে সে তুলে দেখাল যেন লেজের তলায় আগমার্ক ছাপ দেওয়া আছে ।

সাহেব বাড়ি । কথাটা কানে যেতেইপিলু মিত্তির থমকে দাঁড়ালেন। ভালোকরে ছাপটার দিকে একবার চাইলেন । —দেখছেনবাবু কেমন গম্ভীর মেজাজ। চোখ তুলে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত। সাহেব ছাড়াকাউকে মান্যি করেনা। খাঁটি সাহেবব াড়িতে জন্মেছে তো। পিলু মিত্তিরখুব কাছে গিয়ে চেয়ে দেখলেন। সত্যিই চোখ তুলে তাকাচ্ছে না তার দিকে। ভাবলেন তিনি- সাহেন বাড়ির কুকুরের প্রেস্টিজ বোধএকটু বেশী। তবু মন থেকে সংশয় যায়না। বললেন - দেখে তো মনে হচ্ছেনেড়িকুত্তার ছানা।

-অমন কথা শুনলেও পাপ হয় বাবু। আমারকুকুর খাঁটি সাহেব বাড়ির ছানা, সাহেব নিজে ইংরেজ, তাঁরমেম জারম ান।বিলেতেই বেশীর ভাগ থাকেন। আমি তাঁদের বাড়ি আর কুকুর আগলাই। গরীবমানুষ, মাইনে কম পাই। সেজন্যস াহেবকে লুকিয়ে দুটো বাচ্ছা বেচে দিচ্ছি।

কোন জাত ? আমি তো অ্যালসেশিয়ানকিনবো ।

-সেটা তো আপনার চেহারা দেখেই আমি বুঝেছি। রইস আদমি, অত বড় গাড়ি - আপনার - পাঁচশো লোক খা তিরকরে আপনাকে, অত টাকা পয়সা, একটু এলসেশিয়ান না হলে কি আপনাকেমানায় । সেজন্যই তো আপনাকে স াধছি। খাঁটি সাহেব বাড়ির এলসেশিয়ান।আপনাকে মানাবে।

লোকটার বাচনভঙ্গীতে উৎসাহিতহলেন পিলু মিত্তির। কোলে তুলে নিলেনবাচ্চাটাকে। বাচ্চাটা তাঁর কে ালেমুখটা গুঁজে দিল। আহা কেষ্টর জীব ! আমার ঘরে আসতে চায়।

-দাম কত? কত টাকা লাগবে ?

-বেশি নেব না বাবু । আড়াইশো টাকায় আরএকটা বেচেছি এক মেমসাহেবকে। আপনি দুশো দিন ।

দুশো টাকা একটু বেশি মনে হল ।তবু প্রেস্টিজের খাতিরে পকেটে হাত দিলেন পিলু মিত্তির। দরদস্তুর করলে লোকটা হয়তো গরীব ভাববেতাঁকে। ভাববে নতুন বড়লোক, কোনদিন ভাল কুকুর চোখে দেখেনি। টাকাটা দিয়ে কুকুরটা নিয়ে এগোলেননিজের গাড়ির দিকে। ফুটপাথ পার হয়ে একটু দূরেই তাঁর গাড়িটা অপেক্ষাকরছিল। দরজা খুলে গাড়িতে উঠতেযাবেন এমন সময় এক ভদ্রলোক তাঁর কোলে কুকুরছানাটা দেখে জিজ্ঞেস করলে-কত দিয়ে কিনলেন দাদা ? গম্ভীর কণ্ঠেপিলু মিত্তির জবাব দিলেন - দুশো টাকা।

- দুশো ! চমকে উঠলেন আগন্তুকভদ্রলোক। একটা নেড়ি কুত্তার বাচচার দাম দুশো টাকা !

-নেড়িকুত্তা ! কে বললে আপনাকে নেড়িকুত্তা ! অ্যালসেশিয়ানের বাচচা এটা- কুকুর চেনেন আপনি ?

ভদ্রলোক জোরে হেসে উঠলেন-শিগগির ফেরৎ দিয়ে আসুন মশাই। নেড়ি কুত্তাকে অ্যালসেশিয়ান বলে আপনাকেগছিয়েছে। ঐ মেট্রো সিনেমার পাশে ফুটপাথে লুঙ্গিপরা লোকটার কাছ থেকেকিনেছেন তো ?

-হ্যাঁ । স্বীকার করেন পিলু মিত্তির ।

-কালকে ঐ লোকটা আমাকে এই ছানাটাই বেচতে এসেছিল বুলডগের বাচছা বলে। দাম চেয়েছিল দেড়শো । শেষ পর্যন্ত পাঁচ টাকায় রাজী হল। কিন্তু আমি নিইনি। একেবারে দমে গেলেনপিলু মিত্তির।

-তবেযে বললে খাঁটি সাহেব বাড়ির কুকুর!

-মিথ্যেবলেনি, সাহেব হয়তো খাঁটি কিন্তু কুকুরটা খাঁটি নয়, । শিগগির যান। যার কাছ থেকে এনেছেন তাকেই ফেরৎ দিয়ে আসুন।

সেখানে গিয়ে মিত্তির মশাই অবাক।লোকটা নেই। আশপাশের কেউ কিছু বলতে পারল না। তাহলে কুকুরটা নিয়ে কী করবেন তিনি। যেকান থেকে কিনেছিলেন সেখানেইনামিয়ে দিলেন বাচচাটাকে।

বাচচাটা কেঁউ কেঁউ করতেকরতে তাঁর পিছু পিছু হাঁটতে লাগল। দেখে মায়া হল তংার। এখনিলরী বা বাসের তলায় চাপা পড়ে মারা যাবে। ফুটপাথ থেকে আবার কোলে তুলে নিলেন। উঠলেন নিজের গাড়িতে। ভাবলেন গঙ্গার ধারেঠাণ্ডা হাওয়ায় মাথাটা ঠাণ্ডা করে বাড়ি ফিরবেন।

গঙ্গার ধারে অনেকেই বেড়াতে এসেছেন। কুকুরটাকেগাড়ির মধ্যে রেখে দরজা বন্ধ করতে যাবেন এমন সময় এক মোটাসোটা ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। ভাঙ্গাবাংলায় বললেন - বাঃ চমৎকার পাপ্ তো আপনার । কোথায় পেলেন ?

পিলু মিত্তির লোকটির দিকেতাকিয়ে দেখলেন, মাথায় হলুদ পাগড়ি, সাদা টেরিলিনের পাঞ্জাবী, ছোই ধুতি।এক নজর দেখলেই চেনা যায়, ঘিয়ে ভেজাল বা সিমেন্টে গঙ্গামাটি মিশিয়ে হঠাৎবড়লোক হওয়া কোন বাটপারিয়া, ঝুনঝুনওয়ালার চেহারা। মাড়োয়ারী ভদ্রলোক আর এক কদম এগিয়েএসে বললেন- কোথায় পেলেন ?

পিলু মিত্তির এর আগে একবারঠকেছেন। এবার ঠিক করলেন , ঠকবেন না । বরং দরকার হলেঠকাবেন।

গম্ভীর হয়ে বললেন- এটা টিবেটিয়ানডগ, বয়স কত আমি ঠিক বলতে পারব না, আমার কাছেই আছে দশ বছর। যে সাধুএটা আমায় দিয়েছেন তিনি যে কত বছর একে রেখেছেন তা আমার জানা নেই ।

সাধুর দেওয়া কুকুর! গজাননঝুনঝুনওয়ালা রহস্যের আস্বাদ পেলেন। সাধু ? কৌন সাধু?

-এক তিববতী সাধু আমায় এটা দিয়েছিলেন গ্যাংটকে। এ কুকুর সৌভাগ্যের লক্ষণ। ঘরে থাকলে লক্ষ্মী থাকেন।কোলে নিয়ে সকাল সন্ধ্যায় হাওয়া খেলে ব্লাড প্রেসার সেরে যায়। মন্ত্রপূত জীব। আমি একে নিয়ে হাওয়া খেতে আসি প্রেসার আছে বলে।

বোলেন কী ! তাজ্জব বাত! গজাননবাবুউৎসাহের চোটে অজানা সেই সাধুজীকে জোড় প্রণাম জানালেন।

পিলু মিত্তিরও সুযোগ বুঝে একবার সেইঅদৃশ্য মহাপুষকে হাত জোড় করে প্রণাম করলেন।

গজাননবাবু ঝানু ব্যবসায়ী। তাঁরনিজেরও ব্লাড প্রেসার । প্রায়ই মাথা ঘোরে। অল্প পরিশ্রমে হাঁফধরে। বললেন - এটাকে আমায় ভেট দিন । আমি আপনাকে হাজার রূপিয়া দেব।

পিলু মিত্তির বললেন — সাধুজীরদান বেচতে পারব না। আপনি একবছরের জন্য এটাকে রাখুন, তিনশো দেবেন

। ঘরের লক্ষ্মী একেবারে হাতছাড়াকরলে আমি যে ভিখারী হয়ে যাব ।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com